ঔষধী গাছের নার্সারি

দেলোয়ারা খানম

ঔষধী গাছের নার্সারি

ভূমিকা:

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক রূপ বর্ণনায় যে বৈশিষ্ট্যটির কথা প্রথমেই আসে তা হলো - এ দেশটি সবুজ-শ্যামল। এ সবুজের উৎস আমাদের বিশাল, বিপুল, বিচিত্র বৃক্ষরাজি। গাছ আমাদের একটি বড় প্রাকৃতিক সম্পদও বটে। প্রাচীন কাল থেকে এ জনপদের মানুষ গাছের নানা ব্যবহার করে আসছে। ফল, গাছের ছাল, শেকড়, পাতা দিয়ে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা করা - আমাদের দেশে একটি সনাতন পদ্ধতি।

গত দু'তিন দশক থেকে যে হারে বৃক্ষনিধন চলছে তাতে আমাদের এ ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা পদ্ধতি প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছিল। আশার কাথা - আধুনিক মানুষ আবারও গাছ-পালা সংরক্ষণ ও রোপনে আগ্রহী হয়ে উঠছে। গড়ে তুলছে বিভিন্ন গাছের নার্সারি। যার মধ্যে ঔষধী বা ভেষজ গাছ অন্যতম। বিশ্ব জুড়েও ভেষজ ও ঔষধী গাছের ব্যাপারে মানুষের আগ্রহ ও চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। ফলে নার্সারি ব্যবসার সাথে জড়িতরা ঔষধী গাছ রোপন করলে যে লাভবান হবেন - তা প্রায় নিশ্চিত।

বাজার সম্ভাবনা:

বাংলাদেশে ইউনানী, আয়ুর্বেদিক, হোমিওপ্যাথি এবং এ্যালোপাথিসহ প্রায় ২৫০টি ওষুধ কোম্পানী কোন-না-কোনোভাবে তাদের কাঁচামাল হিসেবে ঔষধী গাছ ব্যবহার করে আসছে। তবে আমাদের দেশের দু'একটি ওষুধ কোম্পানী ছাড়া কারো কোন ঔষধী গাছের বাগান নেই। সুতরাং দেশেই রয়েছে এর ব্যাপক চাহিদা। তা ছাড়া আধুনিক ওষুধের শতকরা ২৫ ভাগ কাঁচমাল আসে উদ্ভিদ বা গাছ-গাছড়া থেকে।

দেশীয় বাজার ছাড়াও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রায় ৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ঔষধী উদ্ভিদের ব্যবসা রয়েছে। এ হার প্রতি বছর প্রায় শতকরা ১০ থেকে ১৫ ভাগ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক বাজারে ভারত, চীন এবং নেপাল সকলের চাইতে এগিয়ে আছে। প্রাকৃতিকভাবেই আমাদের দেশে ৫০০ প্রজাতির ঔষধী গাছে রয়েছে। অথচ বিশ্ব বাজারে আমরা এর ব্যবসায়িক সুবিধা নিতে পারছি না। উপরন্তু গত কয়েক বছরে ১৫০০ কোটি টাকার ঔষধী উদ্ভিদসহ বিভিন্ন কাঁচামাল আমদানী করেছি। একটু চেষ্টা করলেই এসব ঔষধী উদ্ভিদ বা গাছ নার্সারির মাধ্যমে উৎপাদন করে লাভজনক ব্যবসা গড়ে তোলা সম্ভব।

চাষাবাদ প্রক্রিয়া:

আমাদের দেশের অনেকেরই ঔষধী গাছ চাষাবাদ সম্পর্কে অনেকেরই ধারণা রয়েছে। সাধারণ চাষাবাদের চাইতে ঔষধী গাছের নার্সারি করার জন্য কিছু আলাদা পরিচর্যা দরকার হয়। এখন দেখা যাক ধাপে ধাপে নার্সারির জন্য কি কি কাজ করতে হয়।

জমি তৈরি: নার্সারির জন্য জমি তৈরি করতে হলে লাঙ্গল দিয়ে চাষ করার চাইতে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে নিলে ভাল হয়। যদিও নার্সারির জন্য পুরো জমি চাষ করার দরকার হয় না। প্রয়োজন অনুসারে নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি কুপিয়ে নিলেই চলে। জমিকে দুভাবে কাজে লাগাতে হয় - বীজতলা তৈরি এবং চারা লাগনোর জন্য।

বেড তৈরি: জমি তৈরির পরই কাজ করতে হয় বেড তৈরির জন্য। বেড তৈরি করে নিলে চারা লাগানো, সার দেয়া ও চারার পরিচর্যা করতে সুবিধা হয়। নার্সারির জমি লম্বালম্বি হলে ভাল। তা হলে বেডটি লম্বা করা সম্ভব। ফরিদপুর জেলার এক নার্সারীর মালিক **আব্দুল কুদ্দুস সর্দার** তার বেডগুলো ২০ হাত লম্বা ও ৪ হাত চওড়া করে থাকেন। তাতে তার চারা রোপন ও পরিচর্যা করতে সুবিধা হয়।

বাংলাদেশে বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন ঔষধী গাছের বর্ণনা

অনেক গাছই আমাদের দেশের সাধারণ প্রাকৃতিক সম্পদ। এ সকল গাছ আমাদের আবহাওয়া উপযোগী। নিচে আমাদের দেশে উৎপাদন উপযোগী গাছ ও তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা এবং ঔষধী গুনাগুনের বর্ণনা দেয়া হলো।

১. **হরিতকি:** ঔষধী গাছেরে মধ্যে হরিতকি একটি গুরুত্বপূর্ণ গাছ। এ গাছ মাঝারি থেকে বৃহদাকৃতির হয়ে থাকে। উচ্চতায় ২৫-৩০ মিটার পর্যন্ত হতে দেখা যায়। গাছের বাকলের রং গাঢ় বাদামী।

ঔষধী ব্যবহার: হরিতকি ত্রিফলার একটি বড় উপাদান। এর ফল কোষ্ঠকাঠিণ্য, আমাশয়, জন্ডিস, পাইলস, ঋতু স্রাবের যন্ত্রণা ইত্যাদি অসুখ সারাতে কার্যকর । তা ছাড়া রক্তক্ষরণ বন্ধে, জ্বর, কাশি, এজমা এবং মূত্রাশয়ের রোগ নিরাময়ে ভাল কাজ করে। ক্ষত স্থানে লাগালে ঘা তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে যায়।

চাষাবাদ পদ্ধতি: পাকা ফল ভালভাবে রোদে শুকিয়ে বায়ুশূন্য পাত্রে সংরক্ষণ করা যায়। জুন-জুলাই মাসে বীজ থেকে চারা উৎপাদন করা যায়। বীজ বপনের আগে ৪৮ ঘন্টা পানিতিে ভিজিয়ে তা বীজ তলায় দিতে হবে। ১৫-২০ দিনের মধ্যেই ভাল বীজ থেকে চারা গজিয়ে যাবে। চারার বয়স ৪-৫ মাস হলে তা রোপন করার উপযুক্ত হয়ে যাবে।

ব্যবসায়িক সম্ভাবনা: দেশে উৎপাদিত হরিহতি আমাদের মাত্র ৪০ শতাংশ চাহিদা পূরণ করে। বাকি ৬০ ভাগ ভারত থেকে আমদানি করতে হয়। সুতরাং আমাদের দেশের ভিতরেই এর চাহিদা রয়েছে। তা ছাড়া দেশের বাইরেও এর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।

২. **বহেরা:** বহেরা যুগ যুগ ধরে ঔষধ তৈরিতে একটি বড় ধরনের অবদান রেখে চলেছে। বৃহদাকার এ গাছের উচ্চতা ১১০-১২০ ফুটের মতো। এ গাছের ফল দেখতে বাদামী রঙের এবং গোলাকার অনেকটা ছাই রংয়ের।

ঔষধী ব্যবহার: বহেরার ফলও ত্রিফলার উপাদান। এর ফল কোষ্ঠকাঠিণ্য,জন্ডিস, কাশি, এবং রক্তক্ষরণ বন্ধে ব্যবহার করা হয়। তা ছাড়া বহেরার ফলের ভিতরের অংশ ডায়রিয়া, আমাশয় এবং পাইলস নিরাময়ের জন্য বেশ কার্যকর। বীজ থেকে তৈরি করা তেল বাত ব্যথায় মালিশ করলে আরাম হয়।

চাষাবাদ পদ্ধতি: পাকা বহেরা ফল ভালভাবে রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ করা যায়। বীজ বপনের আগে ৪০-৫০ ঘন্টা পানিতিে ভিজিয়ে রাখার পর তা বীজ তলায় দিতে হয়। চারার বয়স ৪-৫ মাস হলে তা রোপন করার উপযুক্ত হয় এবং এ সময় থেকেই বিক্রি করা সম্ভব।

ব্যবসায়িক সম্ভাবনা: আমাদের দেশে বহেরার ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। সুতরাং এর চাষ করে দেশীয় চাহিদা পূরণ করে বিদেশে রপ্তানি করার সুযোগ রয়েছে।

৩. **অর্জুন:** আমাদের দেশে অতি পরিচিত আরও একটি ঔষধী গাছ অর্জুন। গাছটি উচ্চতায় ৬০-৮০ ফুটের মতো লম্বা হয়। আমাদের দেশের আবহাওয়া ও মাটি অর্জুন গাছের জন্য উপযোগী। তাই দেশের প্রায় সর্বত্রই এ গাছ দেখা যায়।

ঔষধী ব্যবহার: অর্জুন গাছের বাকল থেকেই মূলত ওষুধ তৈরি হয়। *এ গাছের বাকল থেকে* রক্তক্ষরণ বন্ধের ওষুধ তৈরি হয়। এ ছাড়া এর বাকল হৃদরোগ এবং এ্যাজমায় ব্যবহৃত হয়। তা ছাড়া কাঁচা পাতার রস আমাশয় নিরাময়ের জন্য বেশ উপকারী।

চাষাবাদ পদ্ধতি: অর্জুন গাছের ফল থেকেই মূলত বংশ বিস্তার হয়। ফল পেকে গেলে ভালভাবে রোদে শুকিয়ে ৬ থেকে **১২** মাস সংরক্ষণ করা যায়। ৪৮ ঘন্টা পানিতিে ভিজিয়ে রাখার পর তা বীজ তলায় দিতে হয়। চারার বয়স ৮-৯ মাস হলে তা রোপন করার উপযুক্ত হয়। এ সময় থেকেই বিক্রি করা যায়।

ব্যবসায়িক সম্ভাবনা: আমাদের দেশের ওষুধ তৈরির জন্য অর্জুন বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়। অথচ দেশে এর ব্যাপক চাষ করে দেশীয় চাহিদা পূরণ করা সম্ভব।

৪. **আমলকি:** আমলকি মাঝারি আকৃতির চিকন পাতাবিশিষ্ট একটি গাছ। এর উচ্চতা সর্বোচ্চ ২০-৩০ ফুট। আমলকি গোলাকৃতির হালকা সবুজ রঙের ফল।

ঔষধী ব্যবহার: আমলকিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি রয়েছে। এর রস কাশি এবং জ্বরের জন্য কার্যকরী। আমলকি গাছের কাণ্ড এবং শিকড়ের জ্বাল থেকে বিভিন্ন ধরনের ঔষধ বানানো যায়। শ্যাম্পু, লেখার কালি এবং রং তৈরিতে শুকনো ফল ব্যবহার করা হয়।

চাষাবাদ পদ্ধতি: পাকা ফল থেকে বীজ সংরক্ষণ করা যায়। তবে বীজগুলো সংরক্ষণের জন্য ৭/৮ দিন পানিতে ভিজিয়ে কচলিয়ে বীজ বের করে নিতে হবে । পরে ভাল করে রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ করা যায়। বীজ বপনের আগে ৪-৫ ঘন্টা পানিতিে ভিজিয়ে রাখাল ২-৩ সপ্তাহের মধ্যে চারা গাজিয়ে যাবে। আমলকি চারার বয়স দেড় থেকে দুবছর হলে রোপন করার জন্য উপযুক্ত হবে। এ গাছের কলম থেকেও চারা উৎপাদন ও রোপন করার সম্ভব।

ব্যবসায়িক সম্ভাবনা: আমাদের দেশে চাহিদার শতকরা ৩০ ভাগ স্থানীয় ভাবে উৎপাদিত হয়। বাকি চাহিদা পূরণ করে ভারতীয় আমলকি। সুতরাং আমলকির ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।

৫. **কালোমেঘ:** কালোমেঘ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঔষধী গুনাগুনসম্পন্ন গাছ। বাড়ির আশেপাশে পরিত্যক্ত জমি এবং যে কোনো পরিবেশ এ উদ্ভিদটি জন্মানোর জন্য উপযোগী।

চাষাবাদ পদ্ধতি: বাংলাদেশের সর্বত্র এ গাছ জন্মাতে দেখা যায়। কালমেঘের বীজ থেকে আপনা আপনি চারা হয়। আবার বীজ তলায়ও চারা করা সম্ভব। তবে সামান্য মাটি খুঁড়ে বীজ ছড়ালে গাছ ভাল হয়। চারার বয়স ২-৩ মাস হলে রোপন কারার উপযুক্ত হয়।

ঔষধী ব্যবহার: কালমেঘ ক্ষুধাহীনতা, পেটে গ্যাস জমা, বাচ্চাদের অজীর্ণ, আমাশয়, উদারাময় এবং লিভারের জন্য খুবই উপকারী। এর পাতা থেকে বল বৃদ্ধিকারক টনিক তৈরি হয়ে থাকে।

ব্যবসায়িক সম্ভাবনা: আমাদের দেশে ওষুধ তৈরিতে এর যথেষ্ট চাহিদা।

৬. **নিশিন্দা:** নিশিন্দা আমাদের দেশের একটি অতি পরিচিত গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। এই গাছ সর্বত্রই জন্মে। গাছ নীল রঙের।

ঔষধী ব্যবহার: নিশিন্দার পাতা, মূল ও ফল ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। নিশিন্দার পাতা ব্যাথা কমায়। বাতের ব্যথায় বা শরীরে যে কোনো জায়গা ফুলে গেলে এর পাতা গরম করে বেঁধে দিলে ভাল হয়ে যায়। পাতার রস ক্ষত স্থানে লাগালে পুঁজ হয়ে বের হয়ে দ্রুত সেরে যায়। তাছাড়া কৃমি, কুষ্ঠ, ঋতু শুদ্ধিকারক, স্বার্দি জ্বর এবং মাথায়ও কার্যকর ভূমিকা পালন কারে। শস্য সংরক্ষণের জন্য ব্যবহার করলে পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা যায়।

৭. **তুলসী:** আমাদের দেশে তুলসী একটি অতি পরিচিত উদ্ভিদ। যার উচ্চতা ২-৪ ফিটের বেশি নয়।

ঔষধী ব্যবহার: স্বর্দি-কাশি, ব্রংকাইটিস ও ডায়রিয়ায় তুলসী পাতার রস খুবই কার্যকর। এ ছাড়া এ্যজমা, পেটের পীড়া, লিভার, বিভিন্ন প্রকার চর্মরোগ, দাদ, বাত, কৃমি, অজীর্ণ ও কামোদ্দীপক হিসেবেও তুলসী পাতার রস বেশ কার্যকর।

চাষাবাদ পদ্ধতি: আমাদের দেশে অনেক বাড়িতেই টবে কিংবা উঠানের কোনে তুলসী গাছ দেখতে পাওয়া যায়। চাষাবাদ তেমন কঠিন কিছু নয়। পাকা বীজ থেকেই এর চারা উৎপাদন করা যায়। চারা গজানোর ৬-৮ সপ্তাহের মধ্যেই বিক্রির উপযুক্ত হয়ে যায়।

ব্যবসায়িক সম্ভাবনা: তুলসী পাতার ঔষধী ব্যবহার আমাদের দেশে আজন্মই রয়েছে। সুতরাং একটি নার্সারিতে তুলসী গাছের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

৮. **নিম:** নিম গাছ একটি অত্যন্ত উপকারী উদ্ভিদ। আমাদের দেশের সর্বত্র এ গাছ জন্মায়। উচ্চতায় ৩০-৪০ ফিট পর্যন্ত হয়ে থাকে।

ঔষধী ব্যবহার: নিম গাছের পাতা, ছাল, ফল ও বীজ ওষুধ হিসেবে ব্যবহার হয়। নিম গাছ হলো পৃথিবীর সব চাইতে উপকারী উদ্ভিদ। এর পাতা চর্ম রোগ ও হামের জন্য ব্যবহার হয়। পাতার গুড়া খেলে কৃমি থেকে উপশম হয়। তাছাড়া নিম তেল বিভিন্ন প্রকার চর্ম রোগ ম্যালেরিয়া জ্বরের জন্য ব্যবহৃত হয়। নিমের শুকনো পাতা চাল, ডাল, গম ও কপড়-চোপড়ে পোকা প্রতিরোধে ব্যবহৃত হয়। নিমের ডাল দিয়ে দাঁত মাজলে দাঁত ভাল থাকে।

চাষাবাদ পদ্ধতি: বছরে জুন-জুলাই মাসে নিমের বীজ সংগ্রহ করা ভাল। বীজ সংগ্রহের ২-৩ সপ্তাহের মধ্যে পলিব্যাগে বীজ বপন করতে হয়। বীজ বপনের আগে ফল হতে বীজ বের করে নিতে হয়। তা না হলে বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা কমে যায়।

৯. **বাসক:** বাসক একটি অতি পরিচিত বৃক্ষ। আমাদের দেশের সর্বত্রই এই গাছ দেখতে পাওয়া যায়।

ঔষধী ব্যবহার: সাধারণত কাশি, এ্যজমা, নিউমোনিয়া এবং ব্রংকাইটিস রোগ নিরাময়ে এ গাছের পাতার রস অত্যন্ত উপকারী। তা ছাড়া অন্যান্য রোগ যেমন খিঁচুনি কমাতে, শরীরের

পচন কমাতে এমনকি কৃষি নাশকের কাজও করে। ডিপথেরিয়া ও গনোরিয়াতেও বাসক উপকারী। বাসক পাতার সিদ্ধ পানি খেলে বসন্ত রোগ সংক্রামণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। বাসক পাতা দিয়ে তৈরি ওষুধ কীট-পতঙ্গ নাশক হিসাবে কাজ করে।

চাষাবাদ পদ্ধতি: বাসকের পাকা ফলের বিচি সংগ্রহ বা বপন করে অথবা কাটিং করে চারা উৎপাদন করা সম্ভব। বর্ষার সময় বীজ তলায় চারা ফেলতে হয়। চারার বয়স ৩-৪ মাস হলে তা রোপন করা যায়।

ব্যবসায়িক সম্ভাবনা: আমাদের দেশে উৎপাদিত বাসকের গুনগত মান খুবই ভাল। দেশেই এর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। প্রতি কেজ পাতার মূল্য ৮ টাকা।

১০. সর্পগন্ধা: আমাদের দেশের আরো একটি ভেষজ উদ্ভিদ। এর উচ্চতা ২-৩ ফুটের বেশি নয়। সবুজ পাতার সাথে লালচে ধরনের ফুল ফোটে। দেশের সর্বত্র জন্মালেও সিলেট ও চট্টগ্রামে বেশি হয়।

ঔষধী ব্যবহার: সর্পগন্ধা গাছের পাতা, রস ও মূল ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন:

- এর শিকড় ও প্রধান মূল কালাজ্বর এবং পেট ব্যথায় দুধের সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করা হয়।
- মূলের রস নিদ্রাকারক হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং উচ্চ রক্তচাপ রোধ করে।
- উচ্চ রক্ত চাপ নিয়ন্ত্রণ করে।
- এ ছাড়া পেটের ব্যথা, ডায়রিয়া, আমাশয়, কলেরা এবং জ্বর উপশমের ক্ষেত্রেও এটি খুবই উপকারী।

চাষাবাদ পদ্ধতি: দেশের বিভিন্ন বনাঞ্চল যেমন- টাঙ্গাইল, ঢাকা, সিলেট, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ইত্যাদি জায়গায় স্বভাবিক ভাবে সর্পগন্ধা জন্মায়। বীজ হতে এ গাছের বংশ বিস্তার হলেও মূল কাটিং ও টিসু কালচার পদ্ধতির মাধ্যমে উন্নত দেশে বর্তমানে চারা তৈরি

হয়। শ্রাবণ হতে কার্তিক পর্যন্ত বীজ সংগ্রহ করা যায়। বীজ সংগ্রহের পর দুতিন দিন রোদে শুকিয়ে পাঁচ মাস পর্যন্ত বীজ সংরক্ষণ করা যায়। বীজ বপনের আগে ২৪ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হয়। বীজতলা মাটি, গোবর ও ভিজা ভূষি (২:১:১) মিশিয়ে তৈরি করা হয়। বীজ লাগানোর ৩০-৩৫ দিনের মধ্যে অঙ্কুরোদগম হয়। চারা গজানোর ৪৫-৫০ দিনের মধ্যে মাটি আর গোবর (৩:১) ভর্তি ব্যাগে গাছ লাগানো হয়। তিন হতে চার মাসের চারা মাঠে লাগানোর জন্য উপযুক্ত হয়। অপেক্ষাকৃত ভিজা মাটিতে এর চাষ ভালো হয়।

১১. **শতমূলী:** এটি এক ধরনের লতানো উদ্ভিদ। বড় গাছকে আশ্রয় করে এ গাছ বেঁচে থাকে। এ গাছের লতায় বাঁকানো কাঁটা থাকে। মূলা বা গাজর একসাথে বেঁধে রাখলে যেমন দেখায়, শতমূলীর শেকড়কে ঠিক সেই রকম দেখায়। এর পাতা সরু সুতোর মতো দেখায়। অনেকে শোভাবৃদ্ধির জন্য সখ করে বাড়ির সামনে এ গাছ লাগায়।

ঔষধী ব্যবহার: চুলকানী, দাদ, ফোঁড়া, খোস-পাঁচড়া, শূক্র ধাতু তরল হওয়া, বহুমূত্র, দুষ্টব্রণ, বাতব্যধি হলে শতমূলীর গুড়া রোজ সকালে ঠাণ্ডা পানির সাথে একবার খেলে দুষিত রক্ত পরিষ্কার হয়ে যায়। এ ছাড়া

- রাতকানা রোগ হলে চার থেকে ছয় গ্রাম শতমূলীর টাটকা পাতা সামান্য গাওয় ঘি দিয়ে ভেজে রোজ সকালে একবার করে খেলে এ রোগের উপশম হয়।
- দশ মি.লি. টাটকা শতমূলীর রস, ৫০ মি.লি. জ্বাল দেয় গরুর দুধ, এক দেড় চামচ চিনি, এ তিনটি একসঙ্গে মিশিয়ে দিনে দুবার করে খেলে মায়ের বুকের দুধ বাড়তে সাহায্য করাবে।
- প্রশ্রাব কমে যাওয়া বা কষ্ট হওয়া সমস্যায় শতমূলী গুড়ো করে দেড় গ্রাম ঠাণ্ডা পানির সাথে সকালে এবং বিকালে খেলে আরোগ্য পাওয়া যাবে।
- এ গাছের টিউবার থেকে টিউবার জাতীয় মূল থেকে টনিক তৈরী হয় যা কামোদ্দীপক। এ গাছে বাকল থেকে ব্যাকটেরিয়া এবং ফাঙ্গাস প্রতিরোধক ঔষধ তৈরী হয়।

চাষাবাদ পদ্ধতি: বীজের মাধ্যমে এর বংশবিস্তার হয়। উষ্ণ, নাতিশীতোষ্ণ পরিবেশ এবং বালুযুক্ত মাটিতে এ গাছটি ভাল জন্মায়। বীজ বপনের পূর্বে ২৪ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রেখে লাগাতে হয়। ১০-১৫ দিনের মধ্যে এর অঙ্কুরোদগম হয়। চারার বয়স ২/৩ মাস হলে বপনের জন্য উপযুক্ত হয়।

ব্যবসায়িক সম্ভাবনা: শতমূলী অত্যন্ত দামি একটি উদ্ভিদ। প্রতি কেজি শতমূলীর দাম ২০০ টাকা।

১২. **অনন্তমূল:** সরু ও লতা জাতীয় উদ্ভিদ। পাতা লোমযুক্ত এবং কাণ্ডের দুদিক কিছুটা ডিম্বাকৃতির বা লম্বা এবং আগার দিকটা মোটা থকে। গাছের পাতার মাঝখানে সাদা দাগ থাকে।

ঔষধী ব্যবহার: অনন্তমূল এমন একটি গাছ যার সব কিছুই ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তিন গ্রাম অনন্তমূল বেটে গরুর দুধের সাথে মিশিয়ে দই বানিয়ে সন্ধার সময় খেলে অর্শ রোগে উপকার হবে। ২০ মি.গ্রাম ভেড়ার দুধের সাথে শুকনো অনন্তমূল ঘষে মাঝে মাঝে ক্ষত স্থানে লাগালে জিভ ও মুখের ঘা সেরে যায়। তিন গ্রাম অনান্তমূল সামান্য পানি দিয়ে বেটে এক কাপ জ্বাল দেয়া গরুর ঠান্ডা দুধে মিশিয়ে সকাল বিকাল খেলে ঋতু নিয়মিত হবে এবং কোনো দুর্গন্ধ থাকবে না। তা ছাড়া মূত্রবর্ধক, প্রশ্রাবের ব্যাধি ও পুরাতন বাত নিরাময়ে কাজ করে। মায়ের বুকের দুধ বাড়াতে অনন্তমূল জাল দিয়ে পানি খাওয়ালে মায়ের বুকের দুধ বাড়বেই।

ব্যবসায়িক সম্ভাবনা: অনন্তমূল অত্যন্ত দামী একটি উদ্ভিদ যার সব কিছুই ওষুধ হিসেবে ্ব্যবহৃত হয়। এর প্রতি কেজির মূল্য ৭৫ টাকা।

১৩. **ঘৃতকুমারী:** একটি সবুজ বহুবর্ষজীবি উদ্ভিদ। উচ্চতায় ২-৩ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। পাতা বেশ মোটা, রসালো, সাদা সাদা ছিট বিশিষ্ট ও কিনারায় ছোট ছোট কাঁটাযুক্ত।

ঔষধী ব্যবহার: ঘৃতকুমারী গাছের পাতা, ডাঁটা ও মূল ঔষধী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এর পাতার ভিতরের শাঁস শুক্রবর্ধক ও বলকারক, হজমশক্তি বাড়ানো, কোষ্ঠকাঠিণ্য, কাশি, কৃমিনাশক হিসাবে কাজ করে। পোড়া ঘায়ে ঘৃতকুমারীর শাঁসের প্রলেপ দিলে ভাল হয়ে যায়। পেটে গ্যাস হলেও এই শাঁেসের রস ২ বেলা খেলে কমে যাবে।

ব্যবসায়িক সম্ভাবনা: বাংলাদেশে ঘৃত কুমারীর চাহিদা অত্যন্ত বেশি। বছরে প্রায় ৯০ হাজার মার্কিন ডলার। আমাদের দেশে শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ হারে ব্যবহার ও বিক্রি বাড়ছে।

১৪. **অশোক:** মাঝারি ধরনের চিসবুজ বৃক্ষ। গাছটির ডালপালা বিস্তৃত এবং কিছুটা নুয়ে পড়া স্বভাবের। পাতা গাঢ় সবুজ রঙের হলেও কচি পাতা গোলাপী রঙের। কমলা রংয়ের ফুল ধরে এবং দেশের প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়।

ঔষধী ব্যবহার: অশোক গাছের ছালের রস আমাশয়, পাইলস, ডিসপেপসিয়া এবং ক্ষত স্থান নিরাময়ের জন্য বেশ উপকারী। অনিয়মিত রক্ত স্রাব বন্ধের জন্য এই গাছের শিকড়ের ছাল খুবই কার্যকর। এই গাছের শুকনো ফুল সিফিলিস, ডায়াবেটিস ও রক্ত আমাশয় নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া এর বীজ প্রস্রাবের ব্যধীতেও উপকারী।

চাষাবাদ পদ্ধতি: জুন-জুলাই মাসে এ গাছের ফল পাকলে বীজ সংগ্রহ করে রোদে শুকিয়ে বীজ তলায় বা পলি ব্যাগে লাগাতে হয়। কেননা এর বীজ সংরক্ষণ করা যায় না। বীজ বপনের আগে ২৪ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হয়। চার থেকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে চারা বের হয়। চারার বয়স ১-২ বছর হলে রোপন করতে হয়।

১৫. **পুদিনা:** তীব্র গন্ধযুক্ত পুঁদিনা একটি বর্ষজীবি গাছ। পাতা গাঢ় সবুজ এবং ছোট ছোট, পুঁদিনা কয়েক শ্রেণীর হয়ে থাকে।

ঔষধী ব্যবহার: অনেক সময় শরীরে পানির অভাব ঘটলে বা কড়া এ্যালোপ্যাথিক ঔষধ খেলে প্রশ্রাবের পরিমাণ কমে গেলে এবং লালচে হলে কুড়িটি পুঁদিনা পাতা একসাথে চিবিয়ে এক গ্লাস পানি খেরে প্রস্রাব স্বাভাবিক হয়ে যাবে। পেট ফেপে থাকলে শুকনো পাতা ও ডাল ৬/৮ ঘন্টা ভিজিয়ে পানি খেলে পেট স্বাভাবিক হয়ে আসবে। পুদিনার পাতা গুড়া করে দাত মাজলে দাঁতের রোগ ভাল হয়ে যাবে। মূর্ছা যাওয়া রোগীর নাকে পুদিনার পাতা ধরলে সুস্থ হয়ে যাবে। এ ছাড়া এর শুকনো ডালের রস খালি পেটে সকালে ও দুপুরে খেলে কামলা রোগ ভাল হতে সাহায্য করে।

চাষাবাদ পদ্ধতি: পরিপক্ক বীজ নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে বপন করতে হয়। সাধরণত বাণিজ্যিকভাবেই এর চাষাবাদ হয়ে থাকে। প্রতি কেজি পাতার দাম ৬০ টাকা।

নার্সারী করতে কিকি উপকরণ লাগে

ক্রম	উপকরণের নাম	পরিমাণ	একক দাম	মোট দাম
০১	কোদাল	২ টি	১০০.০০	২০০.০০
০২	কাঁচি	২ টি	৪০.০০	৮০.০০
০৩	নিড়ানি	২ টি	৩৫.০০	৭০.০০
০৪	কাঁচি	১ টি	১৭৫.০০	১৭৫.০০
০৫	স্প্রে মিশিন	১ টি	২২৫.০০	২২৫.০০
০৫	পানির চাপ কল্	১ টি	৪,০০০.০০	৪,০০০.০০
০৬	ঝরনা	১ টি	১৫০.০০	১৫০.০০
০৭	পাইপ	৯৫ ফিট	-	২০৫.০০
০৮	ঝাঁকা	২ টি	১৫.০০	৩০.০০
০৯	শাবল	২ টি	৫০.০০	১০০.০০
১০	দা	১ টি	৬০.০০	৬০.০০

১১	ভ্যান	১ টি	৪,০০০.০০	৪,০০০.০০
১২	বাঁশ	৩৫ টি	-	১,৫০০.০০
১৩	সাইন বোর্ড	৪ টি	-	১,০০০.০০
	মোট			**১১,৭৯৫.০০**

নিয়মিত যে সকল কাঁচামাল কিনতে হবে

ক্রম	কাঁচামাল	মোট দাম		
০১	বীজ ও ওষুধ	২০,০০০.০০		
০২	সার	৮২৩.০		
০৩	ঔষুধ	১,০০০.০০		
০৪	গোবর	৫০০.০০		
০৫	পলিথিন	২,০০০.০০		
০৬	টব	২,০০০.০০		
	মোট	**২৬,৩২৩.০০**		

অন্যান্য খরচ (বছরে)

পরিবহন বাবদ	:	৩,০০০.০০
শ্রমিক	:	২৪,০০০.০০
বিদ্যুৎ বিল	:	১,২০০.০০

মেরামত : ৫০০.০০

মোট : ২৮,৭০০.০০

মোট খরচ: ২৬,৩২৩.০০+২৮,৭০০.০০=৫৫,০২৩.০০ টাকা

এভারগ্রীণ নার্সারী থেকে এক বছরে কি পরিমাণ ঔষধী গাছ বিক্রি হয়েছে তার হিসাব:

ক্রম	ঔষধী গাছ	পরিমাণ	একক দাম	মোট দাম
০১	হরিতকি	৫০০ পিস	২০.০০	১০,০০০.০০
০২	বহেরা	১০০০ পিস	২০.০০	২০,০০০.০০
০৩	নিশিন্দা	৫০০ পিস	১৫.০০	৭,৫০০.০০
০৪	কালমেঘ	৫০০ পিস	২০.০০	১০,০০০.০০
০৫	বাসক	২৫০ পিস	১৫.০০	৩,৭০০.০০
০৬	তুলসী	৫০ পিস	১০.০০	৫০০.০০
০৭	স্বর্পগন্ধা	১৫০ পিস	৫০.০০	৭,৫০০.০০
০৮	মহাবিংঘ রাজ	২৫ পিস	৫০.০০	১,২৫০.০০
০৯	আমলকি	১০০০ পিস	২০.০০	২০,০০০.০০
১০	বড় চাদর	৩ পিস	১৫০.০০	৪৫০.০০
১১	অর্জুন	৯০০ পিস	১৫.০০	১৩,৫০০.০০
	মোট			৯৪,৪০০.০০

বাৎসরিক আয়:

মোট ঔষধী গাছ বিক্রি : ৯৪,৪০০.০০

মোট খরচ : ৫৫,০২৩.০০

মোট আয় : ৩৯,৩৭৭.০০

বিভিন্ন ধরনের ঔষধী গাছ কতদিনের মধ্যে বিক্রির উপযুক্ত হয়

ক্রম	ঔষধী গাছ	সময়
০১	হরিতকি	৬ মাস
০২	বহেরা	৬ মাস
০৩	নিশিন্দা	৩ মাস
০৪	কালমেঘ	১ মাস
০৫	বাসক	১ মাস
০৬	তুলসী	১ মাস
০৭	স্বর্পগন্ধা	৩ মাস
০৮	মহাবিংঘ রাজ	২ মাস
০৯	আমলকি	৬ মাস
১০	অর্জুন	৪ মাস

উপরের সময়গুলো বিবেচনা করে দেখা গিয়েছে যে একটি ঔষধী গাছের নার্সারি শুরু করা থেকে বিক্রির উপযুক্ত করতে প্রায় এক বছর সময় লেগে যাবে। সুতরাং ঔষধী নার্সারি গাছের ব্যবসা করতে চাইলে প্রাথমিক পর্যায়ে অন্যান্য চারাও উৎপাদন ও বিক্রি করতে হবে। যেমন: বাহারি গাছ, ফুল গাছ ও কাঠের গাছ ইত্যাদি। তাহলে আয়ও হবে আপনার ঔষধী গাছের নার্সারির পরিচিতিও বাড়বে এবং পরবর্তীতে বিক্রি নিয়ে বা প্রচারের কাজ করতে কোনো অসুবিধা হবে না।

নার্সারির ব্যবসা করতে হলে আরো ও কিছুর প্রতি গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন:

- **জমি:** রৌদ্রযুক্ত, খোলামেলা, ছায়া পড়েনা এবং পানি দাঁড়ায় না এমন একটি জমি নার্সারি করার জন্য উপযুক্ত। সাধারণত বাড়ির আশেপাশে নার্সারিগুলি হয়। তাতে

প্রয়োজনীয় পরিচর্যা করা সুবিধাজনক। চোরের উপদ্রব থেকে রক্ষা পওয়া যায়। কাস্টমারের সাথে সরাসরি যোগাযোগ থাকে। এ ক্ষেত্রে নিজস্ব জমি না থকলেও লিজ নিয়ে করা যায়।

- **অভিজ্ঞতা:** একটি নার্সারি ব্যবসা করার জন্য অবশ্যই গাছ/উদ্ভিদ চাষাবাদ বা নার্সারি করার মতো অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এক্ষেত্রে কোনো নার্সারিতে অনেক দিন থেকে কাজ শিখেছেন এমন হলে ভাল হয়। আর তা সম্ভব না হলে সরকারি বন বিভাগ বা NGO থেকে প্রশিক্ষণ নেয়া যেতে পারে।
- **মূলধণ:** নার্সারি ব্যবসা করতে গেলে সব সময় নগদ মূলধনের খুবই প্রয়োজন। কেননা এখান থেকে আয় পেতে হলে কমপক্ষে এক বছর সময় লেগে যাবে। অথচ নার্সারির পরিচর্যার সাথে সাথে নগদ মূলধনের খুবই প্রয়োজন।
- **বিজ্ঞাপন:** ঔষধী গাছের নার্সারি করতে হলে প্রাথমিকভাবে প্রচার প্রসারের কাজ করতে হবে। আমাদের দেশের চাহিদা মাফিক বিভিন্ন নার্সারি তৈরি হয়েছে বটে বিন্তু এখনো কেবলমাত্র ঔষধী গাছের নার্সারি করতে হলে বিজ্ঞাপনের কোনো বিকল্প নেই। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার ঔষধী গাছের উপর বেশ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সুতরাং প্রাথমিক পর্যায়ে সরাকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে যোগাযোগ কবতে হবে। এবং সাথে সাথে বেসরকারি সংস্থা বা NGO সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

ঝুঁকি:

- প্রথম বছরে আয় নাও আসতে পারে।
- প্রাথমিকভাবে মূলধন বিনিয়োগ বেশি হতে পারে।
- প্রচার ও প্রসারের কাজ কম হলে বিক্রি কম হতে পারে।
- ঔষধী গাছের নার্সারি করতে হলে ঐসকল গাছের গুনাগুন সম্পর্কে ভাল ধারণা থাকা জরুরি।
- অভিজ্ঞতার অভাবে পরিচর্যার ব্যাঘাত ঘটতে পারে।

সম্ভাবনা:

- সারা বিশ্বে তথা বাংলাদেশেও বর্তমানে ঔষধী গাছের ও ভেষজ চিকিৎসার গুরুত্ব বাড়ছে। সুতরাং দিনে দিনে ঔষধী গাছের চাহিদা বাড়বে।
- সরকার ও এনজিওরা বিভিন্নভাবে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ করছে। সুতরাং একটা সময় ঔষধী গাছের চাহিদা বেড়ে যাবে।
- নিয়মিত বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা থাকলে মনুষ জানতে পারবে এবং আগ্রহ বাড়বে।
- জায়গায় জায়গায় সাইনবোর্ড লাগিয়ে দিলে জনসাধারণের চোখে পড়বে এবং কিনতে আগ্রহী হবে।

বিভিন্ন ঔষুধ কোম্পানী আজকাল ঔষধী গাছের বাগান তৈরি করছে। তাদের চাহিদা পূরণেও নার্সারিগুলি কার্যকর হয়ে উঠবে।